



মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট

Web-www.sylhetboard.gov.bd

স্মারক নং : সিশিবো/কঃ শাঃ/ভঃ বিঃ/২০১৭/১৪৮

তারিখ : ০৯-০৫-২০১৭ খ্রিঃ।

২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং: ৩৭.০০.০০০০.০৬৭.১৪.০০১.২০১৬-৪৩২, তারিখ: ০৭-০৫-২০১৭ খ্রিঃ এর আলোকে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নোক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট এর আওতাভুক্ত স্কুল এন্ড কলেজ এবং কলেজসমূহে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

১.০ সংজ্ঞা : এই নীতিমালায়—

- ১.১ 'বোর্ড' বলতে স্বীকৃত কোন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বুঝাবে;
- ১.২ 'কলেজ' বলতে অত্র শিক্ষা বোর্ড হতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পাঠদানের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে;
- ১.৩ 'নির্ধারিত ফরম' বলতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম বুঝাবে;
- ১.৪ 'শিক্ষার্থী/প্রার্থী' বলতে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়কে বুঝাবে।

২.০ ভর্তির যোগ্যতা ও শাখা নির্বাচন :

- ২.১ ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে দেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ অনুষ্ঠিত এস. এস. সি. বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে নীতিমালার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে;
- ২.২ বিদেশি কোন বোর্ড বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান হতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক শিক্ষার্থীর সনদের মান নির্ধারণের পর দফা (২.১) এর অধীনে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।
- ২.৩ ভর্তির জন্য একজন প্রার্থী নিম্নরূপ শাখা নির্বাচন করতে পারবে, যথা :
 - ২.৩.১ বিজ্ঞান শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যে কোন একটি;
 - ২.৩.২ মানবিক শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যে কোন একটি এবং
 - ২.৩.৩ ব্যবসায় শিক্ষা শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখার যে কোন একটি।

৩.০ প্রার্থী নির্বাচনে অনুসরণীয় পদ্ধতি :

- ৩.১ ভর্তির জন্য কোন বাছাই বা ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। কেবল শিক্ষার্থীর এস. এস. সি. বা সমমান পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে;
- ৩.২ বিভাগীয় এবং জেলা সদরের কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজের ৮৯% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং অবশিষ্ট আসনের মধ্যে ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য, ৩% বিভাগীয় এবং জেলা সদরের বাইরের শিক্ষার্থীদের জন্য, ২% শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর অধস্তন দপ্তরসমূহ এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত কর্মকর্তা, শিক্ষক, কর্মচারি ও গভার্নিং বডির সদস্যদের সন্তানদের জন্য, ০.৫% বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বি. কে. এস. পি.) এর জন্য এবং ০.৫% প্রবাসীদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। যদি উপর্যুক্ত কোটায় প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে সাধারণ কোটার শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে। শিক্ষা, বি. কে. এস. পি. এবং প্রবাসীদের সন্তান কোটার ক্ষেত্রেও ভর্তির সময় উপযুক্ত প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে।
- ৩.৩ ৩.৩.১ সমান জিপিএ প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর ক্ষেত্রে গ্রেড পয়েন্ট ও প্রাপ্ত নম্বর সমতুল্য করে হিসাব করা হবে;
- ৩.৩.২ বিজ্ঞান শাখায় ভর্তির ক্ষেত্রে সমান মোট নম্বর প্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত ও উচ্চতর গণিত/জীব বিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনা হবে;

